গাংনীর বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে র্যালী ও আলোচনা সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাওট বাধা গ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে র্যালী ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ের আয়োজনে বিদ্যালয় চত্বর থেকে একটি র্যালী বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালী শেষে বিদ্যালয় চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান প্রধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুন্নাহারের সভােপিত্ব বক্তব্য রাখেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তৌফিকুর রহমান, সিআরসি সংস্থার পরিচালক এনামুল হক সহ অন্যান্যরা।

প্রতিবন্ধী ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ আলোচনা সভায় অংশ গ্রহন করে।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীর সাহারবাটিতে সরকারি জমি দখল করে ঘর নির্মানের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে জেলা পরিষদ ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি জোর দখল করে পাকা ঘর নির্মানের অভিযোগ পাওয়া গেছে। জনকল্যাণে ঘরটি নির্মাণ করা হচ্ছে বলে দখলকারিরা জানালেও বিদ্যালয়ের বা জেলা পরিষদের জমি কারো দখল করার সুযোগ

নেই বলে জানিয়েছেন স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ।

জানাগেছে, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন চারচারা বাজাস্থ সরকারি একটি জমি জোর দখল করে একটি পাকা ঘর নির্মাণ করছেন স্থানীয় যুবক টুটুল ও তার সঙ্গীরা।
এমন অভিযোগে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর একটি লিখিত রেজুলেশন দিয়েছেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি। বিদ্যালয়ের জমিতে কোন প্রকার অবৈধ স্থাপনা না করার দাবীও জানান তারা। এদিকে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে দাবী করেছেন উক্ত জমি জেলা পরিষদের।

জেলা পরিষদের জমিতে কোন প্রকার অনুমোদন ছাড়ায় ঘর নির্মাণ করছেন তারা এমন অভিযোগ স্থানীয়দের। জেলা পরিষদ বা বিদ্যালয়ের জমি সে যেটাই হোক স্থানীয় জনগনের সহযোগীতায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঠিক রাখতে এ ঘর নির্মান কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন প্রশাসন।

এব্যপারে ঘর নির্মাণে নেতৃত্বদানকারী স্থানীয় যুবক টুটুল জানায়, আমরা জনগনের সেবা করি। জনসার্থে ঘরটি নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে জেলা পরিষদের কাছ থেকে অনুমোদন নেয়া হয়নি। এ জমি অনেকেই দখল করে দোকান ঘর নির্মাণ করে ব্যাবসা বানিজ্য করছেন । তাদেরকে কেউ বাধা দেয়নি। কিন্তু স্থানীয় কতিপয় ব্যাক্তি ব্যাক্তিগত আক্রোশে আমরা যে ঘরটি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি তাতে বাধা প্রদান করেছেন। এটি পুরোটাই শত্রুতা।

সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মকলেসুর রহমান জানান, আমি লিখিত ভাবে উপজেলা প্রাথামিক শিক্ষা অফিসার কে জানিয়েছি। সেখান থেকে একটি তদন্ত করা হয়েছে। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারবোনা।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম বলেন, জেলা পরিষদের জমি ৬ ফিট। বাকি জমি বিদ্যালয়ের। তবে বিদ্যালয়ের জমিতে কেউ ঘর করতে পারবে কি পারবেনা সেটা শিক্ষা অফিস দেখভাল করবেন। তবে রাস্তা প্রসস্ত করা হলে অনেক জমি প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে ঘর নির্মাণ করা হলে রাস্তা প্রসস্তকরণ কাজ চরম ভাবে বিগ্নীত হবে।

অভিযোগ তদন্তকারি কর্মকর্তা মোঃ সামসুজ্জোহা বলেন, জমিটি বিদ্যালয়ের বেশ কিছু অংশ দখল করা হয়েছে। এর আগ্েও তাদের একটি ঘর ছিল সেখানে বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ ব্যাবহার করে সরকারি অর্থ নষ্ট করেছে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মুর্শেদ অতুল জানান, টুটুলের নেতৃত্বে ঘর নির্মাণ করছেন এমন অভিযোগ আমি শুনেছি। উক্ত জমি জেলা পরিষদ ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যৌথ জমি। জেলা পরিষদ কিংবা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই ঘর নির্মাণ করা হচ্ছিল, আমি বিষয়টি জানতে পেরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি । তিনি আরো বলেন টুটুল জেলা পরিষদে একটি আবেদন করেছেন কিন্তু আবেদনটি জেলা পরিষদ এখনো মঞ্ছুর করেনি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) এহসানুল হাবীব জানান, আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগের বিত্তিতে বিদ্যালয়ের জমিতে ঘর নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের জমি দখল করে ঘর নির্মাণে শুধু বাধায় নয় যাতে কেউ উক্ত জমি দখল করতে না পারে সে ব্যাপারে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে সে লক্ষ্যে তদন্ত করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছু জমি দখল করে ঘর নির্মানের কথা শুনেছি, তবে সরকারি জমিতে কেউ অবৈধ ভাবে ঘর কিংবা ব্যাক্তিগত প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে পারবেনা। যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ¦ গোলাম রসুল বলেন, জেলা পরিষদের জমি জোরদখল করে ঘর নির্মানের কোন সুযোগ নেই। বিষয়টি আমি জেনেছি। ঘুব শিঘ্রই সার্ভিয়ার পাঠানো হবে এবং আমি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিদর্শন করে ব্যাবস্থা নেব।

- আল আমীন হোসেন, গাংনী

গাংনীতে ৮ কেজি গাঁজাসহ দু’মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর গ্রাম থেকে ৮ কেজি গাঁজাসহ ২জন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানাপুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সাহেবনগর গ্রাম থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলো,শরিয়তপুরের পালং উপজেলার বিনোদপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে ফকরুল ইসলাম (২৫) ও মাদারিপুর সদর উপজেলার আমিরাবাদ গ্রামের মৃত মোদাচ্ছের হোসেন এর ছেলে শাহিন হোসেন(৩৮)।

গাংনী থানা সুত্রে প্রকাশ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় মাদক পাচারের উদ্দেশ্যে কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ীরা উপজেলার সাহেবনগর গ্রামে অপেক্ষা করছে। এমন সময় গাংনী থানা পুলিশের একটি দল তাদের কাছে থাকা ট্রাভেল ব্যাগ তল্লাশী করে ৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, গ্রেফতারকৃতদের মাদক মামলায় মেহেরপুর কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

- গাংনী প্রতিনিধি

খেজুর গুড় বিক্রয় করে সংসার চলে মকলেচুরের

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের মৃত সামছুদ্দীন শেখের ছেলে মকলেচুর রহমান তার নিজ জমিতে ৫০টি খেজুরের গাছ আছে।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসে থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে হয়।
প্রতিদিন যে রস সংগ্রহ হয় তা থেকে ৮-১০ কেজি গুড় হয়। প্রতি কেজি গুড়ের বিক্রয় করে থাকেন ১৪০টাকা কেজি দরে।

মকলেচুর রহমান জানান, মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন আমার কাছে থেকে গুড় ক্রয় করিবার জন্য আসে। কারন আমার তৈরী গুড়ে কোন প্রকার ভেজাল নেই।

গতকাল কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার তারিক নামের এক ব্যক্তি

গুড় ক্রয় করিতে আসেন। তিনি

‘মেহেরপুর প্রতিদিনকে’ জানান, আমি গত ২ বছর যাবৎ মকলেচুর ভাই এর কাছে থেকে খেজুরের গুড় ক্রয় করে থাকি তার গুড়ে কোন প্রকার ভেজাল নেই।

৮নংধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন, আমি নিজে প্রতি বছর ১৫ থেকে ২০ কেজি খেজুরের গুড় মকলেচুর কাছে থেকে ক্রয় করে থাকি তার গুড়ে কোন ধরনে ভেজাল পাওয়া যায় না। কারন সে নিজে হাতে গুড় তৈরী করে থাকে।

৮নং ধানখোলা ইউপি ৮নং ওয়ার্ডে মেব্বার জাফর আলী জানান, নিজে খাওয়া জন্য নিয়ে থাকি বিভিন্ন মেহমানদের মকলেচুর হুজুরের কাছে থেকে খেজুর গুড় নিয়ে দিয়ে থাকি তার তৈরী গুড়ে কোন ভেজাল নেই।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম শাহাবুদ্দীন জানান, খেজুরের গাছ বিলুস্ত প্রায় তাই বর্তমানে নিপা ভাইরাস কারনে লোকজনের রস খাওয়া কোন সুযোগ নেই। তাই খেজুরের গুড় খাওয়া শ্রেয়।

- আল আমিন, গাংনী

৫শ’৩০ বোতল ফেন্সিডিল সহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চোখতোলা এলাকা থেকে ৫শ’ ৩০ বোতল ফেন্সিডিল সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতার মাদক ব্যবসায়ী হলো বরগুনার আমতলি উপজেলার পশ্চিম শারিখ খালি গ্রামের আঃ রহিমের ছেলে ইমরান হোসেন (২৪)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে।মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের চোখতলা নামক স্থানে একজন মাদক পাচার করার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই হাবিব, এ এস আই রফিকুল ইসলাম ও এ এস আই আহসান

হাবিব সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীকে মাদক মামলায় মেহেরপুর কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হবে৷

গাংনীর প্রধান সড়কের ধারে হাট, সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে

মেহেরপুরের গাংনী- কুষ্টিয়ার প্রধান সড়কের ধারে বেশ কয়েকটি সাপ্তাহিক হাট বসে। এতে করে প্রতিনিয়তই ছোট খাট দূর্ঘটনা সংঘঠিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। গাংনী থেকে খলিসাকুন্ডি পর্যন্ত ৮টি স্থানে সাপ্তাহিক দুইবার হাট বসে।
এসব হাট গুলোতে বেলা বাড়ার সাথে বিক্রেতা ও ক্রেতার ভিড় বাড়তে থাকে। তাছাড়া দ্রব্যমুল্য বহন করার জন্য অবৈধ যান আলমসাধু নসিমন সহ অটোভ্যান সে স্থানে জমা হতে থাকে। এসব যানবাহন গুলো অনেক সময় ধরে অবস্থান করার কারণে প্রধান সড়ক অবোরধের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়।
এদিকে হাটে সবজি বিক্রেতারাও একেবারে প্রধান সড়কের কোল ঘেঁষে তাদের পসরা সাজিয়ে বসে। সেখানে বিক্রেতাদের রিতিমত পাকা সড়কের উপর দাড়িয়ে তাদের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করতে বাধ্য হতে হয়। তাতে প্রধান সড়কে রিতিমত বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। এ কারণে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলে সময় ক্ষেপন হয়। অনেক সময় দেখা যায় যাত্রীরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। এতে যাত্রিদের সাথে বাস ষ্টাফদের বাকবিতন্ডাও হতে দেখা গেছে অনেক সময়।
গাংনী-কুষ্টিয়া সড়কে গাড়াডোব, বাঁশবাড়িয়া, গাংনী, চেংগাড়া,জোড়পুকুরিয়া,তেরাইল,ছাতিয়ান ও বাওটের সাপ্তাহিক দুটি করে হাট একেবারে পাকা রাস্তার উপরেই বসে থাকে। সপ্তাহের সাত দিনই এই সড়কটি হাট বসার কারণে সড়কে বিশৃংখলা যেমন বাড়ে তেমন সড়ক দূর্ঘটনার ঝুঁকিও বাড়তে থাকে।
সড়কের ধারে হাট যতগুলো রয়েছে তার একটিও ঝুঁকিমুক্ত নয়। হাট বসার কারণে সড়কে পথাচারিদের পাশাপাশি অন্যান্য হালকা যানবাহনের চলাচলে ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এই সড়কের উপর দিয়ে অবৈধযান আলগামন নসিমন করিমনেরও দৌরাত্ম ব্যাপক। এসব যানের কোন

ফিটনেসতো নাই এর উপর সড়কের উপর হাট বসার কারনে সড়কে লোকজনের ব্যাপক উপস্থিতিতে এ সময় দূর্ঘটনার সম্ভাবনা থেকেই যায়।
সচেতন মহল মনে করেন সড়কের শৃংখলা ফেরানো খুবই জরুরী আর এটা করতে হলে হাট মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে সাথে সাথে প্রশাসনকেউ যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন সড়কের বিশৃংখলা কতটুকু তা জেনে ব্যবসায়ী পথাচারি সহ সকলে যাতে সুবিধাজনক ভাবে তাদের কাজ করতে পারে সে বিষয়টি দেখে বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

-গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জরিমানা আদায়

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে প্লাষ্টিকের বস্তা ব্যবহার করার দায়ে শহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়।
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সুজন কুমার দাস গুপ্তের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত বানিয়াপুকুর গ্রামে শহিদুল ইসলামের চাতালে অভিযান চালায়।

এসময় চটের বস্তার পরিবর্তে প্লাষ্টিকের বস্তা ব্যবহার করায় পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতা মূলক ব্যবহার আইন ২০১০ অনুযায়ী (২০১০ এর ৫৩ আইন) ৪ নং ধারা লংঘন এবং উক্ত আইনের ১৪ ধারাই ৫শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এ সময় জেলা পাট পরিদর্শক মহসিন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে কৃষক বাছাইয়ে অনিয়ম: তোপের মুখে কৃষি অফিসার

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারি ভাবে আমন ধান ক্রয়ের লক্ষে কৃষক বাছাইয়ে অনিয়মের অভিযোগে লটারির অনুষ্ঠান বর্জন করেছেন গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম ও তার লোকজন। অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে এসে তার উপজেলা কৃষি অফিসারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকেন ।

তবে কৃষি অফিসার বলছেন সময়ের অভাবে সঠিকভাবে কৃষক বাছাইয়ে কিছুটা অনিয়ম হয়েছে। এদিকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুষ্ঠু কৃষক বাছাইয়ের লক্ষে আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত লটারীর কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলায় এ বছর সকারিভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ১৬৮৮ মেঃ টন ধান ক্রয় করা হবে। কৃষিকার্ডের আওতাভুক্ত জনপ্রতি চাষির কাছ থেকে প্রতিকেজি ২৬ টাকা দরে একটন করে ধান ক্রয় করা হবে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ হল রুমে কৃষক বাছাই কল্পে লটারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন উপজেলা কৃষি অফিস ও উপজেলা খাদ্য অফিস।

অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করেন, সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কৃষি অফিসার মনগড়া ভাবে অফিসে বসেই কৃষকদের নামের তালিকা প্রস্তত করেছেন।

প্রকৃত চাষিদের বাদ দেয়া হয়েছে। তালিকা নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথীবৃন্দ ,স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃষকদের তোপের মুখে পড়ে কৃষি অফিসার কে এম শাহাবুদ্দিন আহমেদ। বিভিন্ন কৃষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তালিকা প্রস্তততে অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় কৃষি অফিসারকে।

এ ব্যাপারে কৃষি অফিসার কেএম শাহাবুদ্দীন জানান, সময়ের স্বল্পতার কারণে কৃষকের নামের তালিকা প্রস্তুতে কিছুটা অসঙ্গতি থাকতে পারে। চলতি মাসের ১২ তারিখের মধ্যেই সঠিক তালিকা করা হবে। কেউ যেন কোন প্রশ্ন তুলতে না পারে সে ব্যপারে ব্লক সুপারভাইজারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা খাদ্য অফিসার মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, কৃষকদের তালিকা প্রস্ততের ব্যপারে খাদ্য অফিসের কোন হাত নেই,এব্যাপারে কৃষি অফিস কর্তৃক তালিকা করে থাকেন। সে তালিকা অনুযায়ী খাদ্যশস্য ক্রয় করা হয়।

উপজেলা খাদ্য শস্য সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উন্মক্ত লটারি পরিচালনা অনুৃষ্ঠানের সভাপতি গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে এবং সকল আমন ধানচাষিকে তালিকাভুক্ত করনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগীতায় নতুন করে তালিকা প্রস্ততের নির্দেশ দেয় কৃষি অফিসারকে।

আইনশৃখলা বজায় রাখার স্বার্থে আগামী ১২ ডিস্বের পর্যন্ত লটারি স্থাগিত করা হয়। আগামী ১২ ডিসেম্বর তারিখে উন্মক্ত লটারি হবে বলেন জানান লটারি অনুষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।এছাড়া কৃষি অফিসের ব্লক সুপার ভাইজারদের প্রতিটি কৃষকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বচ্ছ তালিকার প্রস্তত করনের নির্দেশ দেন।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক জানান, যেহেতু কৃষক তালিকা নিয়ে কিছু মতবিরোধ উঠেছে সেহেতু সঠিক তালিকা করে পুণরাই লটারি করা হবে।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার লটারি ১২ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ করেছেন এতে আমার কোনো দ্বিমত নেই। আমিও চাই দু একদিন দেরি হলেও প্রকৃত কষকরা সরকারি মুল্যে তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করুক। এতে আমার এলাকার কৃষক উপকৃত হবে। উপজেলা নির্বাহী সার লটারি সাময়িক বন্ধ করে সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওবাইদুর রহমান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু,মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ,বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান শাহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

– আক্তারুজ্জামান,গাংনী

অন্ধ কিশোর হিমেলের চোখের আলো ফিরিয়ে পেতে আর্থিক সাহায্যের আকুতি

অর্থের অভাবে চোখের আলো নিভে যেতে বসেছে অন্ধ কিশোর হিমেলের।

বছর খানেক আগে ঘুমন্তাবস্থায় ঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় তার ডান চোখ টি অন্ধ হয়ে যায়।

ঢাকার একটি চক্ষু হাসপাতালে তিনবার অপারেশন করেও তার চোখের আলো ফিরে পাইনি।

অপর চোখটি দ্রুত অপারেশন করতে না পারলে সেটিও নষ্ট হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

একটি চোখ অপারেশন করতে লাগবে এক লাখ টাকা। এতো টাকা যোগাড় করা দিন মজুর পিতার সম্ভব না হওয়ায় তিলেতিলে কিশোর হিমেলকে অন্ধত্ব মেনে নিতে হচ্ছে।

হিমেল মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের হতদরিদ্র লাভলু হোসেনের ছেলে।

ও কসবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থী। হিমেল কে আর্থিক ভাবে সাহায্য করতে।

যোগাযোগে করুন, পিতাঃ- মোঃ লাভলু হোসেন, মাতাঃ- মোছাঃ কোহিনুর খতুন, বিকাশ নাম্বারঃ ০১৭০৭-১২৮২৯৫ ।

- গাংনী প্রতিনিধি

আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলি

একটি রাজনৈতিক দলে নেতা হওয়ার প্রতিযোগিতা থাকবেই। আজ একজন নেতৃত্ব দেবে কাল একজন সে জায়গায় আসবে। এখানে নেতা হওয়ার প্রতিযোগিতায় একই দলের আদর্শে থেকে আমাদের কেন বিভক্ত হতে হবে।

গতকাল সোমবার বিকেলে বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে ও কাউন্সিল প্রসঙ্গে এমনটি বলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

তিনি নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আজ একজন নেতা হলে একই দলে থেকে কেন আরেক জন হিংসা করবে। এটাতো আমাদের কাম্য হওয়া উচিৎ নয়। আজ আমি উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা হয়েছি কাল আমি থাকবনা নতুন কেউ আসবে।

নতুন যেই নেতৃত্ব দেবে তাকে আমাদের সবাইকে মেনে নিতে হবে।
তিনি বলেন, দেখুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ বিশ্বে আমাদের বাংলাদেশ অনেকদুর এগিয়ে গেছে। এরপরও আজ উন্নত বাংলাদেশকে পিছিয়ে রাখতে এক ধরণের কুচক্রি মহল উঠে পড়ে লেগেছে কৃত্রিমভাবে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্য মুল্যে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়ার পায়তারা করছে।

কিন্তু তাদের বোঝা উচিৎ এটা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার বাংলাদেশে সকল শ্রেনী পেশার মানুষ সুখে থাকে শান্তিতে থাকে।
তিনি নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, নেতৃত্বে দিতে গিয়ে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা দিতে গিয়ে দয়া করে দলকে বিভক্ত করবেননা।

এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন আগামী ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার লক্ষ্যে নেতা কর্মীদের যথা সময়ে গাংনী শহীদ রেজাউল চত্বরে হাজির হওয়ার জন্য বলেন।

এ সময় তিনি বলেন, একটি জাতীয় অনুষ্ঠানে কে প্রধান অতিথি হবে সেটা

সরকারিভাবে নীতিমালা আছে সে মোতাবেকই প্রধান অতিথি হবে বলে আমি আশা করি। এখানে বিতর্কের কিছু নেই।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা পঁচু, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: সোহেল আহম্মেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সদস্য মো: মজিরুল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের সকল স্তরের নেতা কর্মীবৃন্দ।

- গাংনী প্রতিনিধি